২৪ জুলাই : জাতীয় ক্রীড়া দিবস চাই

দুলাল মাহমুদ

ক্রীড়াচর্চা সকল নারী-পুরুষের জন্মগত অধিকার। সঙ্গত কারণে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা অপরিহার্য। আর এ কারণেই জাতীয়ভাবে প্রয়োজন একটি ক্রীড়া দিবস।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসকে কেন্দ্র করে সুস্থ ক্রীড়াচর্চা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে কৈশোর ও যৌবনকে সংহত এবং জাতীয় যুবশক্তির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও চিরায়ত বিকাশ ঘটনো সম্ভব। ক্রীড়াকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে ক্রীড়া দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পারে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে। সারাদেশে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নবজাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রীড়া দিবস হতে পারে চমৎকার উপলক্ষ। প্রতি বছর জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে যে কর্মকাণ্ড চালানো হবে, তাতে দেশব্যাপী ক্রীড়া সচেতনতা গড়ে ওঠবে। জনগণ ক্রীড়া চর্চার প্রতি প্রতি আকৃষ্ট হবে। কেননা খেলাধুলা জাতীয় সুস্বাস্থ্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। ক্রীড়া দিবস জাতীয়সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্রীড়ানৈপুণ্য অর্জনের সোপান হিসেবে কাজ করবে। আমাদের দেশ অনেক রকম দিবস থাকলেও আজ অব্দি ক্রীড়া দিবস ঘোষণা করা হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের তিন দশক পেরিয়ে যাচ্ছে ক্রীড়াঙ্গন। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় ক্রীড়াঙ্গন ভালো-মন্দ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে ক্রীড়াঙ্গনে যে আশায় আলো দেখা যাচ্ছে, তাতে জাতীয় ক্রীড়া দিবসের প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে উপলব্ধি হচ্ছে।

কোন্ তারিখে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ঘোষণা করা হবে; তার গুরুত্ব, মর্যাদা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য খেলাধুলাকেন্দ্রিক হওয়া আবশ্যক। আর এ ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ২৪ জুলাইকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ঘোষণা করা হোক। কেননা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনের সবচে' গৌরবময় অধ্যায়। আর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের সোনালী ইতিহাস। মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৎকালীন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সমর্থনে গঠন করা হয় 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'। এ দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনসমর্থন ও তহবিল গড়ে তোলা। ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল তাদের প্রথম ম্যাচে অংশ নেয়। মুক্তিযোদ্ধা ফুটবল দলটি খেলার আগে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তখন অব্দি ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান না করায় জাতীয় সঙ্গীত বাজানো এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে বিপত্তি দেখা দেয়। মুক্তিযোদ্ধা ফুটবল দল এ বিষয়ে নিস্পত্তি না হলে মাঠে না নামার সিদ্ধান্ত নেয়। এ অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে নদীয়ার জেলা প্রশাসক নিজ দায়িত্বে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সম্মতি দেন। এর ফলে খেলার মাঠে খেলার মাধ্যমে এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামরত একটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় স্বাধীন দেশের মর্যাদায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। দর্শনীর বিনিময়ে আয়োজিত এ প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে ব্যাপক দর্শক সমাগম হয়। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলটি ভারতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফুটবল মাঠে ফুটবল দলের এই ভিন্নধর্মী লড়াই শুরু হয় ২৪ জুলাই। সঙ্গত কারণে ২৪ জুলাই এ দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী দিন।

এ দিনটির সঙ্গে একদিকে যেমন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্যদিকে আমাদের খেলাধুলার সোনালী অধ্যায় জড়িয়ে আছে। এমন একটি দিনকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ঘোষণা করা হলে সব দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হবে। আমরা চাই, ২৪ জুলাই জাতীয় ক্রীড়া দিবস ঘোষণা করা হোক। ❐

ঢাকা,

জুলাই, ২০০১।

আদৌ কি প্রস্তুত বেইজিং (৪৭ পৃষ্ঠার পর)

২২টি হবে নতুন ভেন্যু, ১৯৯০ সালের এশিয়ান গেমসের স্থানগুলো ও ওয়ার্কার্স স্টেডিয়াম নতুন করে পরিবর্তন করা হবে। মিলিয়নেরও বেশি চাইনীজ কাজ করবে এগুলো গড়তে। চীন অলিম্পিক কমিটি এরিমধ্যে ইংরেজি শেখার ক্যাসেট বিতরণ করছে টেক্সি ড্রাইভার সহ সব দোকানপাটে। যদিও এ্যাথেন্স ২০০৪ সালের অলিম্পিকের আয়োজনে হিমশিম খাচ্ছে, বেইজিং ইতিমধ্যেই শুরু করেছে বিশাল আয়োজন।

যে মশাল যাত্রা শুরু করেছে সিডনী থেকে ক্যাথি ফ্রিম্যানের অ্যাবওরিজিন জাতির বার্তা নিয়ে, তা পার হবে এ্যাথেন্স ২০০৪ সালে। সেই মশাল পৌঁছবে বেইজিংয়ে ২০০৮ সালে অনেক বেশি আশা নিয়ে। সেই মশাল শুধু করবে না এক বিশাল বাজারকে উন্মুক্ত, তা আরও আলোকিত করবে এক অনন্য জাতিকে বিশ্বের কাছে। তৃতীয় বিশ্বের নেতা হিসেবে সেই আসনকে আলোকিত করুক বেইজিং এক পরিবর্তন দিয়ে। আর এ জন্য অলিম্পিক হলো বিশ্বের সেরা খেলা। মশালের নীচে কোন ধূলোখেলা নয়। ❐

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নি।

আদৌ কি প্রস্তুত বেইজিং

জিয়াউল করিম লোটাস

অনেককেই জানি, খেলা দেখা বা খেলাধূলার প্রবন্ধ পড়া মোটেই পছন্দ করেন না। এই সেদিনও 'পড়শী'র ক্রিকেটের উপর একটি প্রবন্ধ নিয়ে ধূলোখেলা মন্তব্য করেছেন একজন অভিজ্ঞ প্রবন্ধকার। সন্দেহ নেই ক্রিকেট দেশে বা বিদেশে বাঙালীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। অথচ জনপ্রিয়তার নিরিখে পুরো বিশ্ব ধরলে কিন্তু এসে যাবে অন্য আরেকটি খেলার আসর। আর তা হলো অলিম্পিক। অঙ্গন বদলালে প্রায়শই বদলে যেতে থাকে জনপ্রিয় খেলা। আমেরিকাতে বাস্কেট বল, বেসবল বা আমেরিকান ফুটবল, ইউরোপে এবং বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় ফুটবল এবং বাংলাদেশে ক্রিকেট এবং ফুটবল। আর সঠিক বিশ্বজনিনতায় নিশ্চিতভাবেই অলিম্পিক।

একথাটি যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি জানেন না - তা নয়। আর জেনেশুনেই মাঝে মাঝে তারা চেষ্টা করেন অলিম্পিক দিয়ে বিশ্ব পরিবর্তন করতে অথবা বিশ্ব বাজারকে আরও বড় করতে। তেমনই একটি প্রচেষ্টা হলো ২০০৮ সালের অলিম্পিক বেইজিংকে দেয়ার সিদ্ধান্ত। যদিও ১৯৯৩ সালে বেইজিং মাত্র দু'ভোটের ব্যবধানে ২০০০ সালের অলিম্পিক হারে সিডনীর কাছে, এবার প্রচুর ব্যবধানে (৫৬-২২) জিতেছে তারা ২০০৮ সালের স্বাগত শহর হিসেবে। মূলত অলিম্পিকের প্রথম শহর এ্যাথেন্সে ২০০৪ সালের আয়োজনের পর সব চোখ পড়বে বেইজিংয়ের উপর।

এটি যে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত-তা নয়। প্রশ্ন আছে মানবাধিকার সম্বন্ধে, প্রশ্ন আছে চীনা এ্যাথলেটদের ড্রাগ আসক্তি সম্পর্কে আর প্রশ্ন আছে চীনাদের সার্বিক প্রস্তুতি ক্ষমতা সম্পর্কে। আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ, আমেরিকাতে বসবাস করলেও চীনের প্রতি দুর্বলতা আছে। তাই হয়তো সাথে সাথেই বলা উচিত 'সম্পূর্ণ ঠিক সিদ্ধান্ত'। কিন্তু বার বছর আগে তিয়ানানমেন চত্বরের নির্বিচার হত্যার বিচারের জন্য আজ পর্যন্ত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নি। সেই চত্বরের প্রত্যক্ষদর্শী কোন ছাত্রের সাথে যদি কথা হয়ে থাকে, স্পষ্টই বুঝা যাবে ওটা ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। তিয়ানানমেনের ঐ রক্তাক্ত অঙ্গনে হওয়ার কথা ছিল ২০০৮ সালের বীচ ভলিবল। ভোটাভুটির আগে চীন তা প্রত্যাহার করে নিয়েই কিছুটা হলেও সদিচ্ছা দেখিয়েছে। ১২ বছরের ঘটনা বাদ দিলেও চলে। গত তিন মাসে চীন ১৭৮১ জন কয়েদীকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। আর বলতে গেলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই চীনে। যদিও চীন বলেছে ২০০৮ সালে ঐ ১৭টি দিনে দেয়া হবে সব সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতা। অলিম্পিক কমিটির অবশ্যি এ ধরনের সিদ্ধান্ত এ প্রথম নয়। ১৯৩৬ সালে হিটলারের বার্লিনকে দেয়া হয় অলিম্পিক। সে বছর জেসি ওয়েন্স চারটি স্বর্ণপদক পেলেও মূল প্রচার পায় হিটলারের রাজনৈতিক দল। আর মাত্র চার বছর পর টোকিও অলিম্পিক বাতিল হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে। ১৯৮০ সালে আমেরিকা ও তার জোটের মস্কো অলিম্পিক বর্জন আফগানিস্তানের জন্য কোন সুখের বার্তা বয়ে আনে নি। সোভিয়েতরা আফগানিস্তান ছেড়ে এলেও তালিবানরা জেঁকে বসেছে। সারিয়েভোতে ১৯৮৪ সালে অলিম্পিক হলেও পুরো বলকানকে কেউ বাঁচাতে পারে নি সার্বদের নৃশংসতা থেকে। ১৯৬৮ সালে অলিম্পিক করেও মেক্সিকানরা এখনও গরীবই রয়ে গেছে। অন্যদিকে কিছু যে ঘটে নি তা নয়। ১৯৮৮-র সিউল অলিম্পিক বয়ে এনেছিল পরিবর্তন কোরিয়ান পেনিনসুলাতে। আশির দশকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অংশ দিতে না দিয়ে দূর করা গিয়েছিল বর্ণবাদকে। তেমনি একটি পরিবর্তন আশা করা হচ্ছে চীনকে ২০০৮ সালের অলিম্পিক দিয়ে। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাতির জন্য একটি স্বীকৃতি। ১.৩ বিলিয়ন চাইনিজ জাতির একটি বড় পাওয়া। চীনের সরকার শুধু যে পরিবর্তনের আভাস দিয়েছে তা নয়, তারা ১২.২ বিলিয়ন ডলার খরচ করবে বেইজিংয়ের বায়ু দূষণ দূর করতে। আর সাথে সাথে সবাই আশা করছে সার্বিক পরিবর্তনের পরের সাতটি বছরে - অন্তত: মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে।

বেইজিং

জনসংখ্যা	: ১৩.৮২ মিলিয়ন
আয়তন	: ৬,৪৯০ বর্গমাইল
বার্ষিক ভ্রমণকারী	: ২.৮২ মিলিয়ন (২০০০)
মোবাইল ফোন	: ৩.৩ মিলিয়ন (২০০০)
ইন্টারনেট	: ২.৮ মিলিয়ন
অলিম্পিক ভেন্যু	: ৩৭টি
অলিম্পিক ভিলেজ	: ১৭,৬০০ জনের
প্রধান স্টেডিয়াম	: ৮০,০০০ (পরিকল্পনাধীন)
বর্তমান হোটেল রুম	: ৮৫,০০০
২০০৮-এ হোটেল রুম	: ১,৩০,০০০
অলিম্পিক বাজেট	: ২০ বিলিয়ন ডলার

এরপরের প্রশ্ন চীনা এ্যাথলেটদের সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান ড্রাগ ব্যবহার। ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক সাঁতারে প্রথম প্রশ্ন আসে চাইনীজ সাঁতারুদের ড্রাগ ব্যবহারের প্রশ্নে, ২০০০ সালের সিডনী অলিম্পিকের আগে ২৭ জন চীনা এ্যাথলেটকে বাদ দেয়া হয় দল থেকে। তার মধ্যে ছিল পদক বিজয়ী তিন সাঁতারু। গত জানুয়ারিতে আরেক ঘটনা মেলবোর্নে ঘটে বিশ্বকাপ সাঁতারে। ১৬ বছর বয়স্ক চাইনীজ সাঁতারু লু সিয়েদুয়ান ড্রাগ পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। লুকে কোন শাস্তি দেয়া হয় নাই তখন। আর লু এখন ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে বিশ্বের এক নম্বর। এই সাতটি বছরে চীনকে দেখাতে হবে যে তারা অলিম্পিককে কলুষিত করবে না ড্রাগ দিয়ে।

শেষ প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত সহজ। অলিম্পিকের আয়োজনে আদৌ কি বেইজিং প্রস্তুত? এখন পর্যন্ত বেশিরভাগই স্বপ্নপুরী। ৮০,০০০ দর্শকের স্টেডিয়াম এখন গম চাষের মাঠ আর সাঁতারের স্টেডিয়াম এখন ধানের ক্ষেত। শহরের দক্ষিণপ্রান্তে গড়া হবে অলিম্পিক গ্রীন কমপে-ক্স ১২০০ হেক্টর জমির উপর। চার মাইলব্যাপী শস্যক্ষেত্রে গড়া হবে ১৪টি ভ্যানু ১৭৬০০ অংশগ্রহণকারীর অলিম্পিক ভিলেজের আশেপাশে। গড়া হবে আকাশচুম্বী দ্বৈত-চূড়া আর অসংখ্য লেক, সাবওয়ে লাইন ও রাস্তা। বায়ু দূষণ উন্নয়নে ৭০০ হেক্টরের উপর গড়া হবে বন। যদিও ৩৭টির মধ্যে

(৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)